গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সংস্থাপন শাখা-১
www.mole.gov.bd

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.০৪.০০৩.২০১৮-৪৭২ তারিখঃ ২৮-১১-২০১৮ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকার (বর্তমানে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুরে কর্মরত) শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মো: মাহমুদুল হক-কে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন ২১-০৪-২০১৫ তারিখে সোয়ান জিন্স লি. ও সোয়ান গার্মেন্টস লি. কারখানা সরেজমিনে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপমহাপরিদর্শক জনাব মো: ইকবাল আহম্মেদ পত্রের গায়ে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন এবং মৌখিকভাবে তাগাদা প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে একই বিষয়ে ০৪-০৫-২০১৫ তারিখে জরুরি ভিত্তিতে ০৩ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের জন্য লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করা হলে ০৬-০৫-২০১৫ তারিখে পূর্বের তারিখ প্রদান পূর্বক ইস্যূ রেজিষ্টারে বাই নাম্বার দিয়ে সোয়ান জিন্স লি. ও সোয়ান গার্মেন্টস লি. কারখানা কর্তৃপক্ষ বরাবর ২৯-০৪-২০১৫ তারিখে ইস্যুকৃত নোটিশ উপমহাপরিদর্শকের নিকট দাখিল করেন যা উপমহাপরিদর্শক, ঢাকা ইত:পূর্বে জ্ঞাত ছিলেন না। উপমহাপরিদর্শকের নির্দেশ অমান্য করে তিনি ০৭ (সাত) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ২৯-০৪-২০১৫ তারিখ দি য়ে পত্রটি স্বাক্ষরপূর্বক কারখানায় প্রেরণ করায় তার বিরূদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা এবং অসদচারণের অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) অনুযায়ী ০৩/২০১৫ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। গত ২১-০৬-২০১৬ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানি সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, উপমহাপরিদর্শক-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মো: মাহমুদুল হক এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ (৫) (সি) মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে গত ০৯-০৭-২০১৭ তারিখে পরবর্তী ২ (দুই) বছর বেতন বৃদ্ধি বন্ধ রাখার আদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত আদেশ পুন:বিবেচনার জন্য তিনি সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর আপীল আবেদন করেন। গত ১৫-১১-২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তার বিরুদ্ধে আনীত উপরিউক্ত অভিযোগ এর বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি গ্রহণযোগ্য কোন জবাব এবং তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক কাগজপত্র ও সাক্ষী হাজির করতে পারেননি বিধায় তার আপীল আবেদনটি নামঞ্জুর করত: আরোপকৃত দন্ড বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকার (বর্তমানে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুরে কর্মরত) শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব মো: মাহমুদুল হক তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন জবাব এবং কোন প্রমাণক কাগজপত্র ও সাক্ষী হাজির করতে পারেননি। সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ধারা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৫) (সি) অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ০৯.০৭.২০১৭ তারিখের ৪০.০১. ০০০০. ১০১.৩১.৩৮৬.১৭-৫৭৯ (৯) স্মারকের মাধ্যমে আরোপকৃত বেতন বৃদ্ধি ২(দুই) বছর পর্যন্ত স্থগিত রাখার দণ্ড বহাল রাখা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(আফরোজা খান)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.০৪.০০৩.২০১৮-৪৭২/১(৬) তারিখঃ ২৮-১১-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুর।
৫। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, দিনাজপুর।
৬। জনাব মো: মাহমুদুল হক, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুর।

২৮.১১.২০১৮
(দিল আফরোজা বেগম)
উপসচিব (সংস্থাপন-১)
ফোনঃ ৯৫৭৭১৪০

D/New doc/Case-2017